বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে। যাত্রার শুরুর দিকে শুধুমাত্র বেনাপোল বন্দর দিয়ে কার্যক্রম চালু হলেও পরবর্তীতে জাতীয় প্রয়োজনে ১৫টি শুল্ক স্টেশনে স্থলবন্দরের কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু করা হয় এবং আরো ০৯টি স্থলবন্দর চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নির্মাণাধীন স্থলবন্দরসমূহ পুরোপুরি চালু হলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্তে চোরাচালান হ্রাস পাবে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্ন ছিল একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং '২০৪১-রূপকল্প' বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বহুলাংশে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা-২০১৫ এবং ভিশন-২০২১ বাংলাদেশ অর্জন করেছে। তাছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০, ভিশন-২০৪১ এবং ডেল্টা প্লান-২১০০ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জনগণের গড় আয়ু, মাথাপিছু আয়, শিক্ষার হার, লিঙ্গ সমতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল সূচকে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করেছে।

২০২৩ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২২ বছর পূর্ণ হয়েছে। এ বাইশ বছরে স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বাণিজ্য বৃদ্ধি করে বন্দরসমূহ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া স্থলবন্দরসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় স্থানীয় এলাকার বেকার সমস্যা সমাধানে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে গতিশীল এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধারাকে সুসংহত করার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বন্দরসমূহের কার্যক্রম অটোমেটেড করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থলবন্দরে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং ভোমরা স্থলবন্দরে অটোমেশন বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া স্থলবন্দরসমূহে গ্রিনপোর্ট, ক্লিনপোর্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ গতিসঞ্চারের লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করেছে। উক্ত সম্পাদিত চুক্তি এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে বন্দরসমূহের সামগ্রিক রাজস্ব আদায়, আমদানি-রপ্তানি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমের একটি সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেছে, যা বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য একটি জবাবদিহিতার প্রতিফলনও বটে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভকামনা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

১.০) পটভূমি:

বাংলাদেশের স্থলসীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪,২৪৬ কি.মি.। এর মধ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪,০৫৩ কি.মি এবং মিয়ানমারের সাথে আরও ১৯৩ কি.মি *(উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন)*। বাংলাদেশের এই দীর্ঘ স্থলসীমান্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে আসছে। শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর আওতায় ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশনের অধীনে স্থলবন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারা মোতাবেক প্রজ্ঞাপন নং-এস আর ও নং-৪৯৩/ডি/কাস/৭৯, তারিখ ০৬ জুলাই, ১৯৭৯ এর মাধ্যমে ওয়্যারহাউজিং স্টেশন ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন বিলুপ্ত হওয়ার পর বেনাপোল শুল্ক স্টেশনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পাট মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত সেল) এর উপর ন্যাস্ত হয়। ১৯৮৪ সালে বেনাপোল শুল্ক স্টেশনের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উপর ন্যাস্ত হয়। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ ২০০২ সালে স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি শুল্ক স্টেশনকে সরকার কর্তৃক স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৫টি স্থলবন্দরের কার্যক্রম চালু হয়েছে। তম্মধ্যে ১০টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট, বিলোনিয়া, শেওলা এবং গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপেক্ষর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ০৫টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থলবন্দরের আবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য BOT (Build, Operate & Transfer) ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ও চালুর অপেক্ষাধীন রয়েছে। স্থলবন্দর সমূহ আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি ও সরকারি রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। একইসাথে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্ত চোরাচালান হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১.১) রূপকল্প:

দক্ষ, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বিশ্বমানের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্থলবন্দর।

১.২) অভিলক্ষ্য:

স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান।

১.৩) কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

- স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন;
- স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তি সম্পাদন।

১.৪) বোর্ড গঠন :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর (২০০১ সনের ২০ নং আইন) ধারা-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। যথা-

- একজন চেয়ারম্যান
- তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং
- তিনজন খন্ডকালীন সদস্য, যাদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা, একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যক্তি হবে।

১.৫) বোর্ড পরিচালনা :

- কর্তৃপক্ষের পরিচালন ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে।
- বোর্ড তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।
- চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে কর্মরত থাকবেন।
- খন্ডকালীন সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং নিয়োগের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং পুনরায় নিয়োগযোগ্য হতে পারেন।
- চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন।
- চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

১.৬) বোর্ডের সভা :

- বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য একজন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যূন দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।
- বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।
- বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন ও উত্থাপন করা যাবে না।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত সাধারণ বোর্ড সভার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রম	বোর্ডসভার ক্রমিক	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	সিদ্ধান্ত সংখ্যা
১.	৭৩ তম বোর্ডসভা	২৪ নভেম্বর ২০২২	১১ টি
২.	৭৪ তম বোর্ডসভা	১৯ ডিসেম্বর ২০২২	৪ টি
৩.	৭৫ তম বোর্ডসভা	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৬ টি
৪.	৭৬ তম বোর্ডসভা	০৫ এপ্রিল ২০২৩	৪ টি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোনো বিশেষ বোর্ডসভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:

৭৩ তম সাধারণ বোর্ডসভার ১১ (এগারো) টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১০ (এগারো) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে ও ০১ (এক) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৭৪ তম সাধারণ বোর্ডসভার ০৪ (চার) টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ০৪ (চার) টিই বাস্তবায়িত হয়েছে। ৭৫ তম সাধারণ বোর্ডসভার ০৬ (ছয়) টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ০৩ (তিন) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে ও ০৩ (তিন) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৭৬ তম সাধারণ বোর্ডসভার ০৪ (চার) টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ০৩ (তিন) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে ও ০১ (এক) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২.০) সাংগঠনিক কাঠামো:

কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ০৬ (ছয়) টি শাখা/বিভাগ রয়েছে। ০৬ (ছয়) টি শাখা/বিভাগ যথা: প্রশাসন শাখা, প্রকৌশল শাখা, ট্রাফিক শাখা, হিসাব শাখা, অডিট শাখা ও বোর্ড শাখা। উক্ত শাখা/বিভাগের মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে।

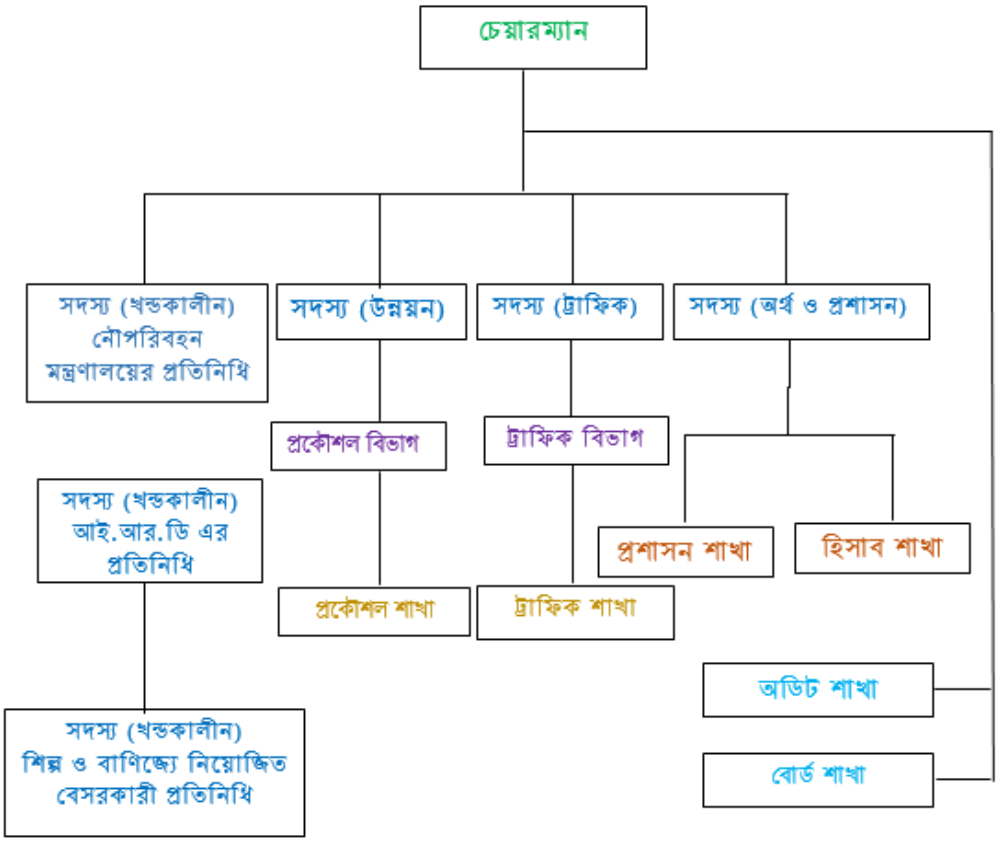

২.১) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা :

অনুমোদিত পদসংখ্যা ৪৯০ টি এবং মোট পূরণকৃত পদসংখ্যা ৩০৬ টি। পদবী/গ্রেড অনুযায়ী সারণিতে নিম্নে প্রদর্শন করা হলো:

ক) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা:

ক্র. নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত
১.	চেয়ারম্যান	১	১		১৪.	উপ-পরিচালক (প্ল্যানিং)	১	১
২.	সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)	১	১		১৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী	১	১
৩.	সদস্য (উন্নয়ন)	১	০		১৬.	সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)	২৬	১৭
৪.	সদস্য (ট্রাফিক)	১	১		১৭.	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩	২
৫.	পরিচালক (প্রশাসন)	১	১		১৮	মেডিকেল অফিসার	১	০
৬.	পরিচালক (ট্রাফিক)	২	১		১৯.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৪	১
৭.	পরিচালক (হিসাব)	১	১		২০.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৫	৩
৮.	পরিচালক (অডিট)	১	০		২১.	অডিট অফিসার	৪	২
৯.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১	১		২২.	আইন উপদেষ্টা	১	১
১০.	সচিব	১	০		২৩.	এস্টেট অফিসার	১	১
১১.	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	৩	৩		২৪.	শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা	১	১
১২.	উপ-পরিচালক (ট্রাফিক)	৮	৮		২৫.	একান্ত সচিব	১	০
১৩.	উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা)	১	১		২৬.	সহকারী প্রোগ্রামার	২	১
						মোট=	**৭৪**	**৫০**

খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	জন সংযোগ কর্মকর্তা	১	০		৪.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	১	১
২.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৮	৩		৫.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫	৪
৩.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১	০		৬.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫	২
						মোট=	২১	১০

গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	ট্রাফিক পরিদর্শক	৯৩	৮২		৮.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১
২.	ফায়ার পরিদর্শক	১	১		৯.	অটোক্যাড অপারেটর	১	০
৩.	কম্পিউটার অপারেটর	৩২	২৩		১০.	ক্যাশিয়ার	৩	০
৪.	হিসাবরক্ষক	২৬	১৭		১১.	মেডিকেল এটেনডেন্ট	২	২
৫.	অডিটর	৭	৩		১২.	কেয়ার টেকার	১	০
৬.	ওয়্যারহাউজ/ইয়ার্ড সুপারিন্টেনডেন্ট	১৩৩	৪৩		১৩.	কার/জীপ/ফায়ার ভেহিক্যাল ড্রাইভার	৯	৯
						মোট=	৩০৯	১৮১

ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	গ্রীজার কাম পাম্প ড্রাইভার	১	১
২.	লিডিং ফায়ারম্যান কাম ফায়ার হাইড্রেন্ট অপারেটর	৪	৪
৩.	অফিস সহায়ক	৪৭	২৬
	মোট=	৫২	৩১

ঙ) আউটসোর্সিং কর্মচারী:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	ড্রাইভার	২	২		৬.	পাওয়ার হাউজ ড্রাইভার	৮	৮
২.	গ্রীজার কাম পাম্প ড্রাইভার	১	১		৭.	মেকানিক	২	২
৩.	লিডিং ফায়ারম্যান কাম ফায়ার হাইড্রেন্ট অপারেটর	৭	৭		৮.	প্লাম্বার কাম ওয়াটার পাম্প ড্রাইভার	২	২
৪.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২		৯.	কুক	১	১
৫.	ইলেকট্রিশিয়ান	৯	৯					
						মোট=	৩৪	৩৪

চ) শূণ্যপদ পুরণ:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ১৩ ক্যাটাগরির ৬১ (একষট্টি) টি শূন্য পদে [সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)-০৫, মেডিকেল অফিসার-০১, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-০২, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)-০১, অডিট অফিসার-০২, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-০৪, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা কাম কম্পিউটার অপারেটর-০২, ট্রাফিক পরিদর্শক-৩, হিসাবরক্ষক-০৮, অডিটর-৩টি, ওয়্যারহাউজ সুপারিনটেনডেন্ট-১৩, কম্পিউটার অপারেটর-৯ ও অফিস সহায়ক-০৮] সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যের অনলাইনে আবেদন গ্রহণের নিমিত্ত গত ১২-০৪-২০২৩ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। অনলাইনে আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ছিল ০৭-০৫-২০২৩ তারিখ এবং সর্বমোট ১১,৯১২টি আবেদন জমা পড়েছে। গত ০৯-০৬-২০২৩ তারিখ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া পদোন্নতিযোগ্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির শূন্যপদে ৫১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২.২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

বিগত ২৭/০৭/২০২১ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। অনুরূপ চুক্তি বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যেও স্বাক্ষরিত হয়। এপিএ-২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২০ টি কার্যক্রম এবং আবশ্যক কৌশলগত উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্য ১৭টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

চিত্র ১ : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অর্জন (২০২২-২০২৩ অর্থবছর):

ক্র:নং:	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.১	বেনাপোল স্থলবন্দরে ১৬ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ	৩১/০৫/২০২২	জেলা প্রশাসক, যশোর-কে ০৯/৫/২০২২ তারিখ জমির ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হয়েছে এবং অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.২	কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান	৩১/০৫/২০২২	০৯-০১-২০২২ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.৩	গোবড়াকুড়া-কড়উতলী স্থলবন্দরে কড়ইতলী অংশের ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	৩১/০৫/২০২২	২০/৫/২০২২ তারিখ ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ১০০ % (ক্রমপুঞ্জিত)	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.৪	গোবড়াকুড়া-কড়উতলী স্থলবন্দরে	৩১/০৫/২০২২	২০/৫/২০২২ তারিখ ওয়েব্রীজ	নির্ধারিত তারিখে

ক্র:নং:	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
	কড়ইতলী অংশের ১০০মে.টন ক্ষমতার ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন কাজ সম্পন্নকরণ		স্কেল স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে ১০০%(ক্রমপুঞ্জিত)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.৫	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে বৈদ্যুতিকরণ কাজ সম্পন্নকরণ	১০০%	১০০% (ক্রমপুঞ্জিত)	কার্যক্রমের ১০০% অর্জিত হয়েছে।
১.৬	গোবড়াকুড়া-কড়উতলী স্থলবন্দরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	৩১/০৫/২০২২	নির্ধারিত তারিখে সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজসম্পন্ন হয়েছে ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত)।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.৭	বাল্লা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড নির্মাণকাজ আরম্ভকরণ	৩১/০৫/২২	নির্ধারিত তারিখে ইয়ার্ড নির্মাণকাজ আরম্ভ করা হয়েছে ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত)	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.৮	বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় রামগড় স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান	৩১/০৫/২০২২	৩০-০৯-২০২১ তারিখ কার্যাদেশ প্রদানকরাহয়েছে।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.৯	ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	৩১/০৫/২০২২	নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন হয়েছে ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত)।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১০	বেনাপোল স্থলবন্দরে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পণ্য হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ	৩১/০৫/২০২২	১৮-০৫-২০২২ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১১	ভোমরা স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ	৩১/০৫/২০২২	২৭-০৪-২০২২ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১২	তামাবিল স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ	৩১/০৫/২০২২	২৮-০৪-২০২২ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৩	বুড়িমারী স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ	৩১/০৫/২০২২	১৮-০৫-২০২২ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৪	নাকুগাঁও স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ	৩১/০৫/২০২২	২৮-০৪-২০২২ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৫	গোবড়াকুড়া স্থলবন্দর চালুকরণ	৩১/০৫/২০২২	১৫-০৩-২০২২ তারিখ এনবিআর হতে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৬	বুড়িমারী স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য সেবাকেন্দ্র নির্মাণ	৩১/০৫/২০২২	২০-০৯-২০২১ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত)।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৭	বেনাপোল স্থলবন্দরে শ্রমিকদের জন্য শেড নির্মাণ	৩১/০৫/২০২২	নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন হয়েছে ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত)	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৮	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য টয়লেট সহ গোসলখানা নির্মাণ	১০০%	নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত)।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৯	বেনাপোল স্থলবন্দরে সিসিটিভি স্থাপন	৭০%	নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে ৭০% (ক্রমপুঞ্জিত)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

ক্র:নং:	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.২০	বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান	৩১/০৫/২০২২	০৬-০৭-২০২১ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৬ টি অধিদপ্তর/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

২.৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২-২০২৩ অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে নির্ধারিত ছকে শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের শুদ্ধাচার ইউনিট গঠন করা হয়।কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নৈতিকতা কমিটির সভা ও শুদ্ধাচার ইউনিটের সভা আয়োজন করা হয়।

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন(%)
১	নৈতিকতা কমিটির সভা	৪ টি	১০০%
২	নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
৩	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	৪ টি	১০০%
৪	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩টি (১০০জন)	১০০%
৫	কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	৪টি	১০০%
৭	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩১-০৫-২০২২	১০০%
৮	দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে Motivational Workshop আয়োজন	২টি	১০০%
৯	বন্দরের দাপ্তরিক ও অপারেশনাল এলাকায় দুর্নীতি প্রতিরোধে লিফলেট ও স্টীকার স্থাপন	১টি	১০০%
১০	কর্তৃপক্ষের কাজে অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গণশুনানি আয়োজন	৪টি	১০০%

এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান(সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বন্দর প্রধানদের মধ্যে ০১ জন কর্মকর্তা, বেতন গ্রেড ০২-০৯ হতে ০১ জন কর্মকর্তা, বেতন গ্রেড১০-১৬ হতে ০১কর্মচারী এবং বেতন গ্রেড ১৭-২০ হতে ০১ কর্মচারী'কে শুদ্ধাচার চর্চার পুরষ্কার ২০২২-২০২৩ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: বন্দর পর্যায়ে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানী

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলাধীন সোনামসজিদ স্থলবন্দরের কাজে অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ৩০-১২-২০২১ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০ঘটিকায় গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণশুনানি গ্রহণ করেন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (ট্রাফিক) জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর(যুগ্মসচিব)। এ সময়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা-উপজেলা প্রতিনিধি, কাস্টমস্, সিন্ডএফ এজেন্ট, শ্রমিক প্রতিনিধি, আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতি ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: বন্দর পর্যায়ে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানী

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নে দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন হিলি স্থলবন্দরের কাজে অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ২৯-০৬-২০২২বুধবার সকাল ১১.০০ঘটিকায় গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণশুনানি গ্রহণ করেন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (ট্রাফিক) জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর(যুগ্মসচিব)। এ সময়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা-উপজেলা প্রতিনিধি, কাস্টমস্, সিন্ডএফ এজেন্ট, শ্রমিক প্রতিনিধি, আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতি ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

২.৪) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেশাদারিত্ব ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দেশে ১২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি-কে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া একই অর্থ বছরে ২৭১ জন-কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২.৫) আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এরই ধারবাহিকতায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা তথা Ease of Doing Businessনীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এ কর্তৃপক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন-

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়নমূলক কাজসহ প্রায় ৯৫% ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

- বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম লাইভ সার্ভারে সম্পন্ন করা হয়। পর্যায়ক্রমে বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী ও তামাবিল স্থলবন্দরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হবে।

- SASEC Road Connectivity Project এর আওতায় Operational Efficiency of BLPA শীর্ষক প্যাকেজের মাধ্যমে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানী-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বেনাপোল স্থলবন্দরের অটোমেশন সফটওয়্যারটি ডেভেলপমেন্ট করা হয়। এতে ১৪ টি মডিউল রয়েছে। সফটওয়্যারটি আরো আধুনিক ও ইউজার ফ্রেন্ডলি করার লক্ষ্যে আপডেটিং এর জন্য সফটওয়্যার কোম্পানী নিয়োগ করার কার্যক্রম চলমান।
- Digitalisation of the Border Procedures at Bhomra Land port প্রকল্পের আওতায় ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে আমদানী-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে ভোমরা

স্থলবন্দরে e-Port management ডেভেলপমেন্ট এর জন্য সফটওয়্যার কোম্পানী নিয়োগ করা হয়েছে। সফটওয়্যারটির ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম চলমান।

- বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে আমদানী-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বাস্থবকের নিজস্ব অর্থায়নে e-Port management System Application ডেভেলপমেন্ট করা হয়।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের চাকুরি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংরক্ষনের নিমিত্ত PMIS সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত সফটওয়্যারটি লাইভ সার্ভারে হোস্ট করা রয়েছে। http://pims.aqualinkbd.com/login।
- বিআরসিপি-১ প্রকল্পের মাধ্যমে বেনাপোল স্থলবন্দরে সংরক্ষিত মালামাল এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন এবং চুরি প্রতিরোধে বন্দরের পুরো অংশ security surveillance system স্থাপন করা হয়েছে। এতে ৩৭৫টি আইপি কামেরা এবং একটি ডেটা সেন্টার রয়েছে। ফলে শেডের ভিতরে এবং বাহিরে কামেরা দ্বারা নিয়মিত মনিটরিং করা যায়।
- বেনাপোল স্থলবন্দরে ডিজিটাল এটেন্ডডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মচারী এবং নিরাপত্তা কর্মীদের উপস্থিতি শতভাগ তিন শিফটে ডিজিটাল এটেন্ডডেন্স সিস্টেম এর মাধ্যমে করা হয়।
- গত ২৯/০৫/২০২৩ তারিখে স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার ফ্যাসিলিটি চার্জসহ অন্যান্য চার্জ 'একপে' এর মাধ্যমে গ্রহণ করার লক্ষ্যে a2i প্রোগ্রাম এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়।
- স্থলবন্দরের মাধ্যমে পাসপোর্ট যাত্রী সেবা হয়রানী মুক্ত ও স্মার্ট করার লক্ষ্যে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বন্দরের যাত্রী সুবিধা চার্জ পেমেন্ট ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। এতে স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জারগণ তাদের নির্দিষ্ট দিনের যাত্রার পূর্বে যেকোন সময়, যেকোন জায়গা থেকে, কম খরচে, প্যাসেঞ্জার ফ্যাসিলিটি চার্জ' প্রদান এবং তা যাচাই করতে পারবে যা স্মার্ট বন্দর ব্যবস্থাপনায় অন্যতম সেবা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। পাসপোর্ট যাত্রীদের জন্য বন্দরের যাত্রী সুবিধা চার্জ পেমেন্ট ডিজিটাইজেশন সিস্টেম ইতোমধ্যে ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। http://blpa.ekpay.gov.bd । যাত্রীদের জন্য ওয়েব এ্যাপলিকেশনটি বর্তমানে চালু রয়েছে।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে বিদ্যমান কম্পিউটার সামগ্রী,, স্টেশনারী সামগ্রী, আসবাবপত্র, জমি ও ভবন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য Inventory ও Asset Management Software ক্রয় করা হয়েছে।
- সোনাহাট স্থলবন্দর দিয়ে আমদানী-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বাস্থবকের নিজস্ব অর্থায়নে e-Port management System Application ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম শুরু করা হবে।

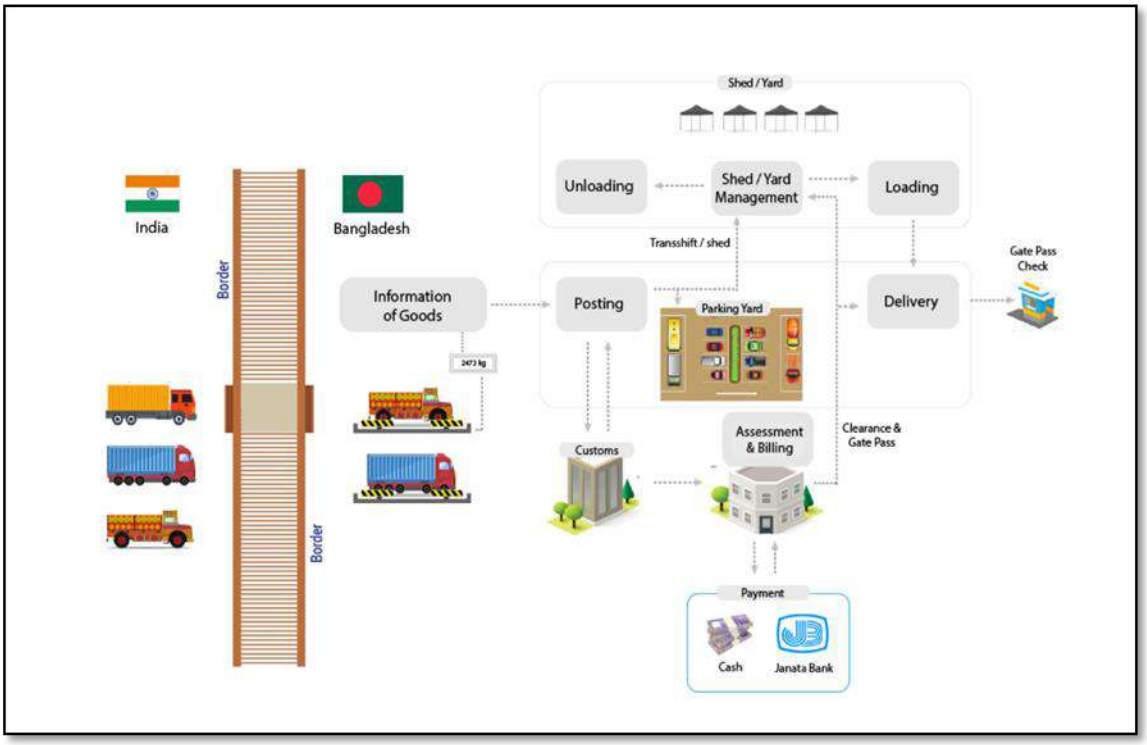

চিত্র : e-Port Management System

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে হিসাব শাখার আয়-ব্যয়, ট্রাফিক অপারেশন, প্রশাসন, প্রজেক্ট মানেজমেন্ট, ইত্যাদি ম্যানেজমেন্ট এর জন্য একটি সেন্ট্রাল ERP Development এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মপরিকল্পনা:

ক্র.	গৃহীত/গৃহীতব্য উদ্যোগের নাম	উদ্যোগটির মাধ্যমে যে চালেন্জ/সমস্যার সমাধান হবে	উদ্যোগটির উদ্দেশ্য/প্রত্যাশিত ফলাফল	উদ্যোগটির সাথে সংশ্লিস্ট স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ	উদ্যোগটির সাথে সংশ্লিস্ট ক্ষেত্র	২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্য মাত্রা %	২০৩১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্য মাত্রা %	২০৪১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্য মাত্রা %	উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	উদ্যোগ বাস্তবায়ন সহযোগী/অংশীজন সংস্থার নাম	প্রয়োজনীয় রিসোর্স এবং রিসোর্সের সম্ভাব্য উৎস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	Smart Land Port Management System at BLPA.	আমদানী – রপ্তানী ও যাত্রী সেবা কার্যক্রম সহজীকরণসহ পূর্নাঙ্গ ডাটাবেজ হবে। সেবা প্রার্থীদের সময়, পরিদর্শন, খরচ কমে যাবে।	সংলাগ-১	Smart Citizens, Smart Government, Smart Economy and Smart Society	স্থলবন্দর ব্যবহার করে আমদানী, রপ্তানী কাজে নিয়োজিত সকল সংস্থা/ব্যাক্তিবর্গ	৩০%	৬০%	১০০%	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	কাস্টমস, বিজিবি, ব্যাংক, আমদানী রপ্তানি কারক, সিএন্ডএফ এজেন্টস	রিসোর্সের সম্ভাব্য উৎস কর্তৃপক্ষের নিজস্ব/প্রকল্পের অর্থায়নে।

উদ্যোগটির উদ্দেশ্য/প্রত্যাশিত ফলাফল:

স্থলবন্দর দিয়ে আমদানী-রপ্তানি ও যাত্রী সেবা কার্যক্রম সহজীকরণ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বাস্থবকের অধীন সকল স্থলবন্দরের

- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- পেপারলেস স্থলবন্দর পরিচালনা;
- বন্দরের ডাটাবেজ তৈরীকরণ;
- বন্দর ব্যবহারকারীদের সেবা প্রদানে সহজীকরণ;
- ওয়্যারহাউজ ও বন্দর বিল ইত্যাদি অনলাইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদন;
- স্বল্প সময়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন;
- বন্দর ব্যবহারকারীদের TCV(Time, Cost, Visit) কমানো;
- যাত্রীদের সেবা সহজীকরণ;
- এসএমএস/ইমেইল নোটিফিকেশন প্রদান;
- অল্প খরচে বন্দরের সেবা প্রদান;
- 4IR টেকনোলজির ব্যবহার নিশ্চিতকরন
- দেশের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে ইতিবাচক ভূমিকা পালন;
- স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে আমদানী-রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন;
- সুষ্ঠুভাবে বন্দর ও কাস্টমসের রাজস্ব আহরণ তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

২.৬) সংস্থার উদ্ভাবনী ও সেবা সহজিকরণ উদ্যোগ:

১। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেনাপোল স্থলবন্দরে স্থলবন্দরে যাত্রী সুবিধা চার্জ পেমেন্ট ডিজিটাইজেশন স্থাপন করা হয়েছে।

নাগরিক বা যাত্রী সুবিধা:
স্থলবন্দরে যাত্রী সুবিধা চার্জ পেমেন্ট ডিজিটাইজেশন করার ফলে ভারতে গমন ইচ্ছুক পাসপোর্টধারী যাত্রীগন নিম্নোক্ত সুবিধা পাবেন।

- একাধিক চ্যানেল ব্যবহার করে পেমেন্ট
- QR Code সহ পেমেন্ট টাকা পরিশোধের রশিদ
- ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে পেমেন্ট
- সমস্ত MFS ব্যবহার করে পেমেন্ট
- অনলাইন/ ইন্টারনেট ব্যাংকিং ব্যবহার করে পেমেন্ট
- যে কোন সময়, যে কোন জায়গা থেকে পেমেন্ট
- সর্বনিম্ন সুবিধা চার্জ
- ব্যর্থতার জন্য স্বয়ংক্রিয় রিফান্ড
- কোন প্ল্যাটফর্ম ফি নেই
- সিকিউরিটি সার্টিফাইড

স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সুবিধা

- ২৪/৭ দিবস পেমেন্ট পরিষেবা চালু

- একক সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন
- একক Reconciliation
- দৈনিক লেনদেন রিপোর্টিং
- রিয়েল-টাইম পেমেন্ট মনিটরিং
- BEFTN ফান্ড ট্রান্সফার
- কাস্টমাইজড পেমেন্ট মোড
- পেমেন্ট স্বচ্ছতা
- সরকারি মালিকানাধীন

২। বাংলাদেশ স্থল বন্দরের কর্তৃপক্ষের গত ২৯/০৫/২০২৩ ইং তারিখের ১৮.১৫.০০০০.০১৮.২৫.০০১.২১-৩০ নং স্মারকের ভ্রমণ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইনোভেশন টিম কর্তৃক ৩১/০৫/২০২৩ তারিখে চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দর এবং ০১/০৬/২০২৩ তারিখে কাস্টম হাউজ, চট্রগ্রাম এর আইসিটি কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

আইসিটি ইনোভেশন টিমের সদস্যগন ৩১/০৫/২০২৩ তারিখে চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দরের আইসিটি ইনোভেশন টিমের সাথে বন্দরের বিভিন্ন অটোমেশন সফটওয়্যার ও বিভিন্ন আইসিটি কার্যক্রম বিষয়ে সভা করা হয়। সভায় বন্দরের কেন্দ্রীয় ইআরপি সফটওয়্যার এর নিম্নোক্ত সিস্টেম/মডিউলের উপর উপস্থাপনা করা হয়। এতে বন্দরের অপারেশনাল বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করা হয়।

পরবর্তীতে বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম এবং বর্ণিত সিস্টেম /মডিউলের উপর বাস্তব ধারনা নেওয়ার জন্য সরেজমিনে বিভিন্ন অপারেশনাল ও বিভিন্ন আইসিটি কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এতে দেখা যায় যে, বন্দরের স্টেকহোল্ডারগন কম সময়ে, কম খরচে, তুলনামূলক কম ভিজিট করে অনলাইনের মাধ্যমে বন্দর সংক্রান্ত সার্ভিস দ্রুত পেয়ে থাকেন।

আইসিটি ইনোভেশন টিমের সদস্য ০১/০৬/২০২৩ তারিখে কাস্টম হাউজ, চট্রগ্রাম এর সাথে আসাইকুডা ওয়্যার্ল্ড ও বিভিন্ন আইসিটি কার্যক্রম বিষয়ে সভা করা হয়।

চিত্র: কাস্টম হাউজ, চট্রগ্রাম এর কর্মকর্তা এবং বাস্থবক ইনোভেশন টিমের সভার চিত্র।

সভায় কাস্টম হাউজ, চট্রগ্রাম এর আসাইকুডা ওয়্যার্ল্ড এর নিম্নোক্ত সিস্টেম/মডিউলের উপর উপস্থাপনা করা হয়। এতে কাস্টমস ডিউটিসহ মালামাল আমদানী-রপ্তানির পুরো বিজনেস প্রসেস সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করা হয়।

কাস্টমস এর বিজনেস প্রসেস

- Import Manifest Process
- Import Bill of Entry Process
- Bill of Export Process
- Export Manifest Process
- Implementation of ICIS in Bangladesh (Single Window)

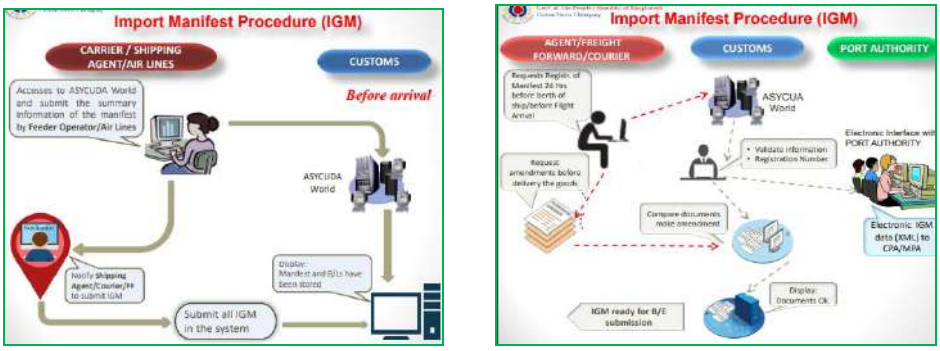

চিত্রঃ Import Manifest Process

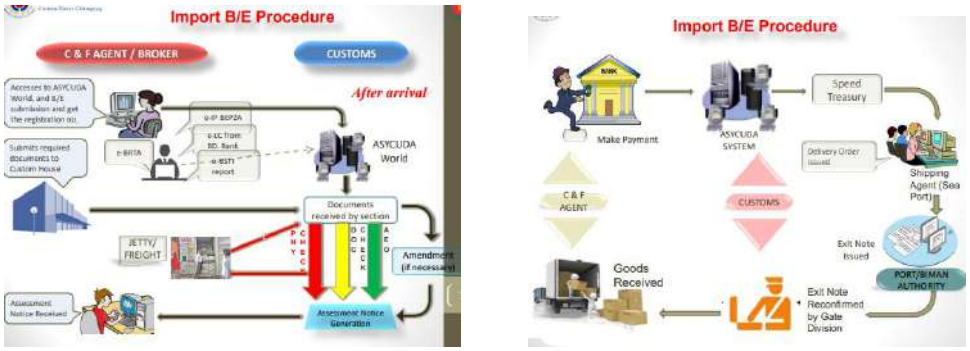

চিত্রঃ Goods Clearance Process

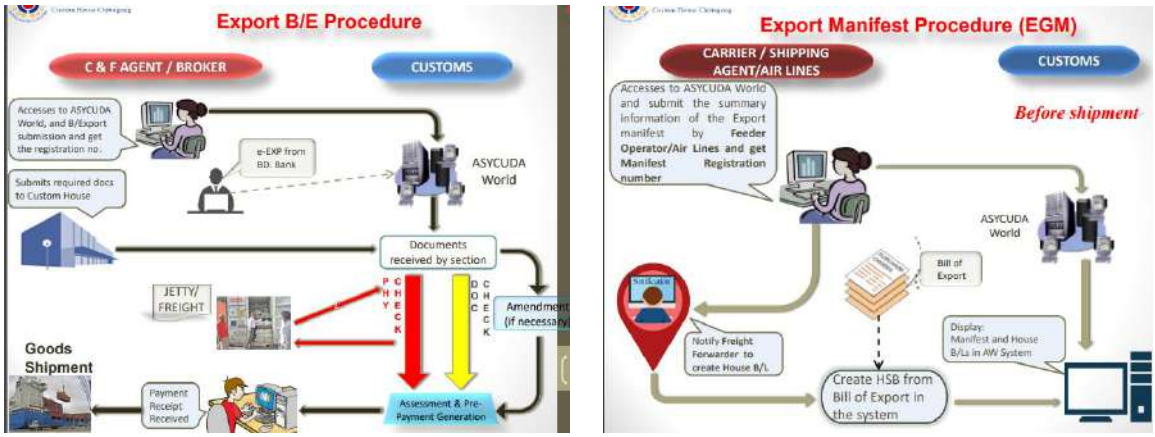

চিত্রঃ Export Manifest Process

পরবর্তীতে কাস্টম হাউজ, চট্রগ্রাম এর কাস্টমস ডিউটি কার্যক্রম এবং বর্ণিত সিস্টেম /মডিউলের উপর বাস্তব ধারনা নেওয়ার জন্য সরেজমিনে আসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এর বিভিন্ন মডিউল/পয়েন্ট ও বিভিন্ন আইসিটি কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এতে দেখা যায় যে, কাস্টম হাউজ, চট্রগ্রাম এর স্টেকহোল্ডারগন কম সময়ে, কম খরচে, তুলনামূলক কম ভিজিট করে অনলাইনের মাধ্যমে কাস্টমস সংক্রান্ত সার্ভিস দ্রুত পেয়ে থাকেন।

চিত্র: ইনোভেশন টিম কর্তৃক আসাইকুডা ওয়্যার্ল্ড এর বিভিন্ন মডিউল/পয়েন্ট সরেজমিনে পরিদর্শন

৩। ২০২৩ সালের ১৪ জুন প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও- এ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী- তে আয়োজিত সেমিনারে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা রহমাতুল মুনিম এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল মহোদয়ের এর উপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আলমগীর 'Visioning Land Ports of the future: Smart, Sustainable and solutary' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

চিত্র: ২২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটার দৃশ্য

৪। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা-২০২৩ ঢাকা জেলা সাভার উপজেলাধীন জিয়ন বুটিক রিসোর্ট এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবার পরিজন অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০২৩ প্রতিযোগীতা

২.৭) কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম যেমন: অবসর ভাতা ও অবসর সুবিধাদী, পেনশন ও উৎসাহ বোনাস প্রদান করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উৎসাহ বোনাস ও গৃহঋণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পেনশনের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে আত্মীকৃত ০২ (দুই) জন কর্মচারির অবসর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৮) কর্মসৃজন , দারিদ্র্য বিমোচন ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ:

বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণয়ন, রূপকল্প-২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-৩০) নির্ধারণ করেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত,সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দারিদ্রের হার ১৮.৬% এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৯.৭% নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডেল্টা প্লান-২১০০ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বুড়িমারী, ভোমরা, তামাবিল, আখাউড়া ও সোনাহাট স্থলবন্দরে বেসরকারিভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্দর এলাকায় পণ্য উঠা-নামার কাজে সহায়তা করার জন্য প্রায় ১০ (দশ হাজার) শ্রমিক সম্পৃক্ত আছেন। এতে স্থানীয় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি ও দরিদ্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

খ) বেনাপোল, আখাউড়া, বুড়িমারী, ভোমরা, তামাবিল ও সোনাহাট স্থলবন্দরে ক্লিনিং ও সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর কিয়দাংশের কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা হয়েছে।

গ) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার ফলে সে সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবী লোকজনের সমাগম ঘটে। এতে ঐ সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২.৯) ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্থবকের জমি অধিগ্রহণের পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের এর আওতাধীন স্থলবন্দরসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২২-২০২৩) যশোর জেলার বেনাপোল স্থলবন্দরের কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল সম্প্রসারণের জন্য ১৬.৪১৫ একর জমি এবং

সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ০.১২৫০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যশোর জেলার বেনাপোল স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সম্প্রসারণের জন্য ২.০৮ একর, রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য ৩.৩৬ একর এবং বন্দর সম্প্রসারণের জন্য ১৬.২১৫ একর জমি অধিগহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অপরদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৩.৪৭৭৫ একর, লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ২৩.৮৬ একর, সিলেট জেলার ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য ৫২.৩০ একর, তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ২৪.১৪ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এছাড়া কুড়িগ্রাম জেলার সোনাহাট স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৩.৫০ একর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনামসজিদ স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ২৪.৬৩ একর এবং পঞ্চগড় জেলার বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ১৬.৪৪২ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ০৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে এবং ১৮৮.৩৩ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাও যশোর জেলার বেনাপোল স্থলবন্দরের ২য় অপারেশনাল টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ১০০.০০ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

২.১০) মাসিক সমন্বয় সভা:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ০২ (দুই) টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমন্বয় সভাদ্বয়ে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (গ্রেড- ১) জনাব মোঃ আলমগীর সভাপতিত্ব করেন। সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও বিওটিভিত্তিতে পরিচালিত বন্দরসমূহের ইনচার্জ/প্রতিনিধিগণ অনলাইনে (জুম প্লাটফর্ম) অংশগ্রহণ করে থাকেন। সমন্বয় সভার মাধ্যমে বন্দরসমূহের ইনচার্জগণ বন্দরের বিভিন্ন সমস্যাদি, উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সংক্রান্ত তথ্যাদি অবহিত করে থাকেন। ১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে জানুয়ারি ২০২৩ মাসের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমন্বয় সভায় ১০ (দশ) টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ই-নথি বাস্তবায়ন, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/হালনাগাদকরণ অনুমোদন, অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আর্থিক কৃচ্ছতা সংক্রান্ত পত্রের আলোকে পোর্ট ইনচার্জগণ-কে নির্দেশনার কার্যক্রম গ্রহণ, বেনাপোল স্থলবন্দরের ইক্যুইপমেন্ট সমস্যা নিরসন, অনলাইনভিত্তিক যাত্রীসেবা চার্জ আদায়, নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও নিরাপত্তাকর্মী পদায়নের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ, KPI হিসেবে বন্দরের নিজস্ব নিরাপত্তা, Evacuation Plan, SOP তৈরি, ভোমরা স্থলবন্দরে Wire fencing নির্মাণকাজ, বুড়িমারী স্থলবন্দরে আয়ের খাত অনুযায়ী হিসাব খোলা, অফলাইন সার্ভার সরবরাহকরণ, তামাবিল স্থলবন্দরে গভীর নলকূপ স্থাপন, আখাউড়া স্থলবন্দরে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০ মার্চ, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ মার্চ ২০২৩ মাসের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ০৮ (আট) টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কর্তৃপক্ষের শূন্যপদ পূরণ, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উচ্চতর গ্রেড প্রদান, Inventory ও Asset Management এর জন্য সফটওয়্যার ক্রয়; ERP সফটওয়্যার ক্রয়, সোনাহাট স্থলবন্দরের ওয়েব্রীজ স্কেলে অটোমেশন পদ্ধতি স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চিত্র: ২০ মার্চ, ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মার্চ ২০২৩ মাসের সমন্বয় সভা

২.১১) কর্তৃপক্ষের মামলা নিষ্পত্তি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট মামলার সংখ্যা ছিল ২৪ (চব্বিশ)টি। একই অর্থবছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ০১টি যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

উচ্চ আদালতে মামলার সংখ্যা:

ক্র.নং	মোট মামলা	দায়ের কৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বাস্থবকের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	বাস্থবকের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	মন্তব্য
১.	২৪	০৩	০১	০১	০০	--

নিম্ন আদালতে মামলার সংখ্যা:

ক্র.নং	মোট মামলা	দায়ের কৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বাস্থবকের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	বাস্থবকের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	মন্তব্য
১.	৩	০	০	০	০	--

৩.০) বন্দর পরিচিতি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে। যাত্রার শুরুর দিকে শুধুমাত্র বেনাপোল বন্দর দিয়ে কার্যক্রম চালু হলেও পরবর্তীতে জাতীয় প্রয়োজনে ১৫টি শুল্ক স্টেশনে স্থলবন্দরের কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু করা হয় এবং আরো ০৯টি স্থলবন্দর চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২৪টি স্থলবন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

ক) চালুকৃত বন্দরসমূহ:

ক্র.নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	ব্যবস্থাপনা
১.	বেনাপোল স্থলবন্দর	বেনাপোল,শার্শা, যশোর	পেট্রাপোল, বঁনগাও, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
২.	বুড়িমারী স্থলবন্দর	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	চেংড়াবান্ধা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে

৩.	আখাউড়া স্থলবন্দর	আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	রামনগর,আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৪.	ভোমরা স্থলবন্দর	ভোমরা, সাতক্ষীরা	গোজাডাঙ্গা, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৫.	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	নালিতাবাড়ী, শেরপুর	ডালু, মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৬.	তামাবিল স্থলবন্দর	গোয়াইনঘাট, সিলেট	ডাউকি, শিলং, মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৭.	সোনাহাট স্থলবন্দর	ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম	সোনাহাট, ধুবরী,আসাম, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৮.	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর	হালুয়াঘাট, ময়মসিংহ	গাছুয়াপাড়া, মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৯.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	বিলোনিয়া, ফেনী	বিলোনিয়া, ত্রিপুরা, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
১০.	শেওলা স্থলবন্দর	বিয়ানীবাজার, সিলেট	সুতারকান্দি, করিমগঞ্জ, আসাম	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
১১.	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	শিবগঞ্জ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মহাদীপুর,মালদহ,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে
১২.	হিলি স্থলবন্দর	হাকিমপুর, দিনাজপুর	হিলি,দঃদিনাজপুর,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে
১৩.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	তেতুলিয়া, পঞ্চগড়	ফুলবাড়ি,জলপাইগুড়ি,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে
১৪.	টেকনাফ স্থলবন্দর	টেকনাফ, কক্সবাজার	মংডু, সিটুওয়ে, মায়ানমার	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে
১৫.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর	বিবিরবাজার, কুমিল্লা	শ্রীমান্তপুর,সোনামুড়া, ত্রিপুরা, ভারত	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে

খ) উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান/প্রক্রিয়াধীন বন্দরসমূহ:

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	মন্তব্য
১.	বিরল স্থলবন্দর	বিরল, দিনাজপুর	রাধিকাপুর,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	ভারতীয় অংশে সীমান্ত সংযোগ সড়ক না থাকায় বন্দরে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
২.	দর্শনা স্থলবন্দর	দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা	গেদে,কৃষ্ণনগর,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩.	রামগড় স্থলবন্দর	রামগড়, খাগড়াছড়ি	সাবরুম, ত্রিপুরা, ভারত	রামগড় মৈত্রি সেতু ৯ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে ১৫০ গজের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত।
৪.	তেগামুখ স্থলবন্দর	বরকল, রাঙ্গামাটি	দেমাগ্রী/কাউয়াপুচিয়া,মিজোরাম, ভারত	বিবেচনাধীন রয়েছে।
৫.	চিলাহাটী স্থলবন্দর	ডোমার, নীলফামারী	হলদীবাড়ী,কুচবিহার,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	শুল্ক স্টেশন চালু না থাকায় বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
৬.	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	মাঝদিয়া,নদীয়া,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	শুল্ক স্টেশন চালু না থাকায় বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
৭.	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর	বক্সীগঞ্জ, জামালপুর	মহেন্দ্রগঞ্জ,আমপতি,মেঘালয়, ভারত	আশা করা যায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এর কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	মন্তব্য
৮.	বাল্লা স্থলবন্দর	চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	পাহাড়মুরা, খৈয়াই, ত্রিপুরা	আশা করা যায় আগামী বছরে বন্দরের উন্নয়ন কাজ শেষ হবে।
৯.	ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর	কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট	ভোলাগঞ্জ, চেরাপুঞ্জি, মেঘালয়	বন্দরের জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলছে।

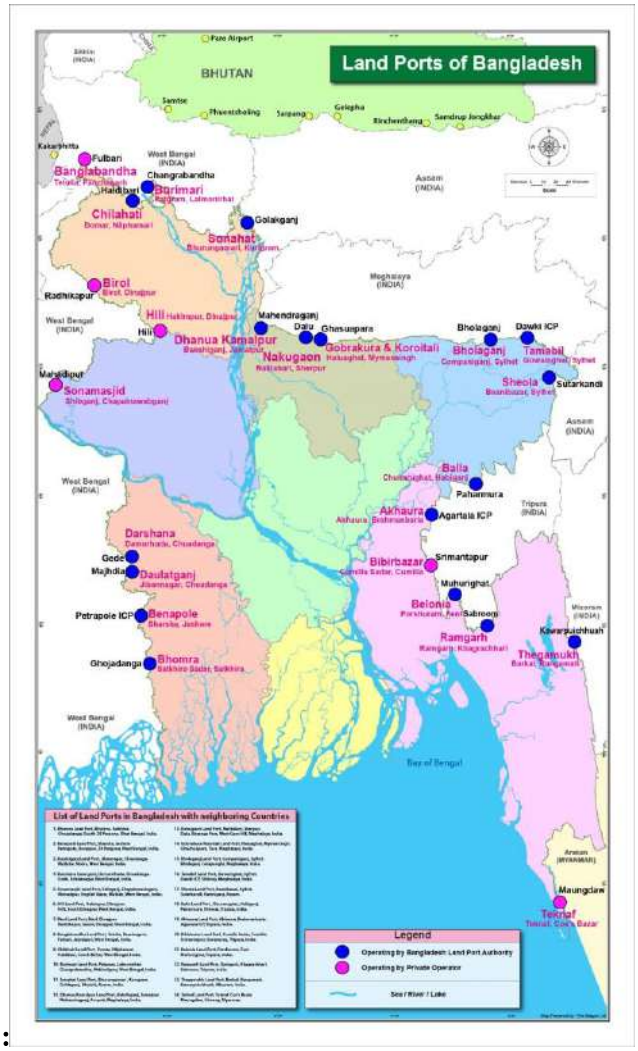

চিত্র : বাংলাদেশের মানচিত্রে স্থলবন্দরসমূহের অবস্থান পরিচিতি

৩.১) Subgroup on Infrastructure of ICP/LCS:

গত ০৮-০৯ জুন ২০১৬ তারিখে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড এর ১০ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ-ভারত সাবগ্রুপ অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ আইসিপি/এলসিএস গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে দলনেতা করে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে সাবগ্রুপ গঠন করা হয়। মূলত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবকাঠামো উন্নয়ন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্থলবন্দরের অন্তরায়সমূহ দূর করায় সাবগ্রুপের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যেকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত সাবগ্রুপ সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও অন্যান্য অংশীজনের মতামত গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ পর্যন্ত সাবগ্রুপ অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ আইসিপি/এলসিএস এর ০৪ (চার)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ সভাটি গত ২৮-৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সাবগ্রুপ অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ আইসিপি/এলসিএস এর ৫ম সভাটি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে।

চিত্র : ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত Bangladesh-India Subgroup on Infrastructure of ICPs/LCs কমিটির ৪র্থ সভা

৩.২) স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্যে বিবরণ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ২০২২ সালের এসআরও অনুযায়ী):

ক্র: ম:	বন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১	বেনাপোল স্থলবন্দর	সূতা (কাস্টম্স বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী নীট পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানীয় সূতা ব্যতীত) ও গুড়া দুধ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২	বুড়িমারী স্থলবন্দর	ক) ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত); খ) ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, গুড়া দুধ, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত) রেডিও টিভি পার্টস, সাইকেল পার্টস, ফরমিকা শীট, সিরামিক ওয়্যার, স্যানিটারী ওয়্যার, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, মার্বেল স্লাব এন্ড টাইলস, মিক্সড ফেব্রিক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৩	আখাউড়া স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, চাল, গম, পাথর (stones & bolders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, শুটকীমাছ, সাতকড়া, আগরবাতি, জিরা, রাবার (Raw) মেইজ, stones & bolders , সয়াবিন বীজ, Bamboo products, Arjun Flower (Broom), পান, CNG, Spare parts, কাজু বাদাম, কাগজ, চিনি, জেনারেটর, ভাঙ্গা কাঁচ, চকোলেট, বেবি ওয়াইপার, কনফেকশনারি দ্রব্যাদি ও বিটুমিন।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

ক্র: ম:	বন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
৪	ভোমরা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, ব্যবহার্য কাঁচাতুলা, চাল, মশুর ডাল, কোয়ার্টজ, তাজা ফুল, খৈল, গমের ভুষি, ভুট্টা, চাউলের কুড়া, সয়াবিন কেক, শুটকী মাছ (প্যাকেটজাত ব্যতীত), হলুদ, জীবন্ত মাছ, হিমায়িত মাছ, পান, মেথি (FENUGREE SEEDS), মাছ, চিনি, মসলা, জিরা, মোটর পার্টস, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, রেডিও টিভি পার্টস, মার্বেল স্লাব, তামাক ডাটা (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয়), শুকনা তেতুঁল, ফিটকিরী, Aluminium এর Tableware, Kitchenware, Fish feed, আগরবাতি, জুতার Sole, শুকনা কুল, Adhesive, Fly ash, তাজা ও শুকনা ফলমূল, সকল প্রকার তাজা সবজি, শুকনা মরিচ, কাঁচা মরিচ, ধনে, সকল প্রকার খৈল, ফায়ার ক্লে, থান ক্লে, সেন্ড স্টোন, মার্বেল চিপস্, ডলোমাইট, ফ্লোগোফাইট, ট্যালক,পটাশ, ফেলসপার, গ্রানুলেটেড স্ল্যাগ, সোডা পাউডার, তিল, সরিষা, রেডিমেড গার্মেন্টস্, ইমিটেশন জুয়েলারি, সুপারি, হার্ডওয়্যার, গ্রানাইট স্ল্যাব।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৫	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	ক) ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সূতা ও আলু ব্যতীত সকল পণ্য; খ) গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৬	তামাবিল স্থলবন্দর	ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নোটিফিকেশন নং-৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজান সূতা ও আলু ব্যতীত সকল পণ্য। খ) মাছ, সূতা, গুঁড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29)ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল, গবাদিপশু।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৭	দর্শনা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, চাল, ভূষি, ভূট্টা, বিভিন্ন প্রকার খৈল, পোল্ট্রি ফিড, ফ্লাই অ্যাশ, রেলওয়ে স্লিপার, বিল্ডিং স্টোন, রোড স্টোন, স্যান্ড স্টোন, বিভিন্ন প্রকার ক্লে, গ্রানুলেটেড স্লাগ, জিপসাম, স্পঞ্জ, আয়রন, পিগ আয়রন, ক্লিংকার, কোয়ার্টজ, ডাল, কাঁচা তুলা ও তুলার বেল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
৮	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
৯	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders),কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, ফুল ঝাড়ু, ডাব, হরুদ, কাজুবাদাম, তেঁতুল, তিল, সরিষা ভূষি, চাউলের কুড়া।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১০	রামগড় স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১১	সোনাহাট স্থলবন্দর	পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, পেঁয়াজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য

ক্র: ম:	বন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
			পণ্য
১২	তেগামুখ স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৩	চিলাহাটী স্থলবন্দর	ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নোটিফিকেশন নং-৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত (সূতা ও আলু ব্যতীত) । খ) গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৪	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders),কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৫	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, কাঁচা সুপারি, চাল, শুঁটকি মাছ, তেতুঁল, বাঁশ, পান, মসুর ডাল,ভূট্টা, গমের ভূষি, তেজপাতা, হলুদ, গোলমরিচ, টমেটো, শূকনা কুল, জিরা।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৬	শেওলা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ এবং তাজাফুল, মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশে (টায়ার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ) এবং গার্মেন্টস সামগ্রী, ওয়েল্ডিং রড ও শুটকি মাছ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৭	বাল্লা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৮	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত) অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৯	হিলি স্থলবন্দর	ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত) অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

ক্র: ম:	বন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
২০	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	ক) ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত) এবং নেপালে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য ও বন্ডেড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত এক্রাইলিক সূতা (অন্যান সূতা ও আলু ব্যতীত) । খ) ভারত থেকে ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড,মাছ, সূতা আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29), গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত), রেডিও-টিভি পার্টস, সাইকেল পার্টস, মোটর পার্টস, ফরমিকা শীট, সিরামিক ওয়্যার, স্যানিটারী ওয়্যার, স্টেইনলেস স্টীলওয়্যার, মার্বেল স্ল্যাব এন্ড টাইলস, মিক্সড ফেব্রিক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল/ পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২১	টেকনাফ স্থলবন্দর	সূতা, গুড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29)ব্যতীত সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২২	বিবির বাজার স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, চাল, গম, পাথর (Stone & Boulders),কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, পান, CNG spare Parts, শুঁটকি মাছ, কাঁচা চামড়া, বিভিন্ন প্রকার মসলা, জিরা, ভূট্টা, সাতকরা, আগরবাতি, Arjun Flower (Broom), কাজু বাদাম, কাগজ, চিনি, জেনারেটর, ভাঙ্গা কাঁচ, চকোলেট, বেবি ওয়াইপার, কনফেকশনারি দ্রব্যাদি ও বিটুমিন ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২৩	বিরল স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, Soyabean Extract, Rape Seed Extract,Maize, DORB (Dry oil Rice Bran), চাল ও ডিজেল)।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২৪	ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stones and boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ,	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

৩.৩) বিগত ৫(পাঁচ) বছরের পণ্য হ্যান্ডলিং (ম্যানুয়াল/ইক্যুইপমেন্ট/ট্রান্সশিপমেন্ট) এর পরিমাণ নিম্নরূপ:

(লক্ষ মে.টন)

অর্থ বছর	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
বেনাপোল	২৯.১২	৩২.১৩	৩৩.১৭	৩৯.৯৩	৩৫.৩৯
ভোমরা	২২.৮৭	২৩.৩১	৩২.৯৬	২৯.৯২	৩০.৬০
বুড়িমারী	৯০.০১	৭৩.৫৭	৯১.৯৩	৬৭.৬১	৬০.৮৪
নাকুগাঁও	০.৬৫	০.৯৫	১.৬৬	২.৩৩	২.১৩
তামাবিল	১৮.৫৪	১৪.৭৯	২৫.০২	৩৩.৭৮	৩০.৭৫
সোনাহাট	৪.৮৩	৪.১৩	১৪.২৩	১৮.৩৫	১৬.৮৩

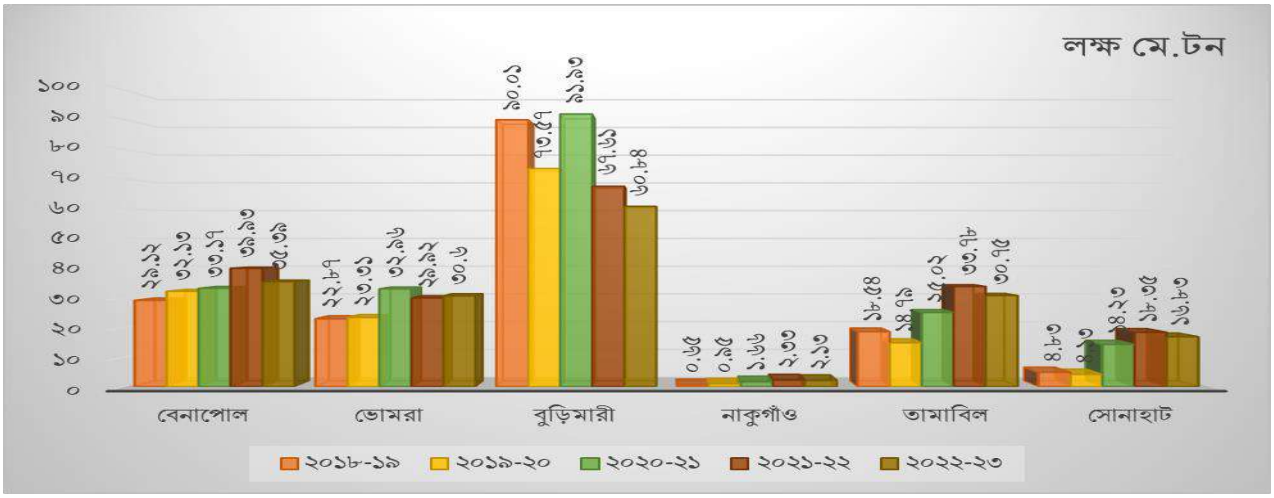

চিত্র: বন্দর ভিত্তিক পণ্য হ্যান্ডলিং লেখচিত্র

৩.৪) বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বন্দর ভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য: (লক্ষ মে.টন)

ক্রম	স্থলবন্দরের নাম		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
১	বেনাপোল	আমদানি	২১.৮১	২০.৩৮	২৭.৭৮	২২.১৩	২০.৫৮
		রপ্তানি	৪.০১	৩.১৭	২.৯৭	৪.১৯	৪.৮২২
২	বুড়িমারী	আমদানি	৮২.২৩	৩২.৮৪	৪৬.১৪	৩৩.৯১	৩০.৪৪
		রপ্তানি	১.৪৭	১.১৮	১.৭১	১.৯	২.৪৮২
৩	ভোমরা	আমদানি	২২.০২	২৫.১৬	২৪.১	৩২.৫৯	৩০.১
		রপ্তানি	৩.১২	২.০৬	২.১৬	২.৬২	২.৬৭২
৪	সোনাহাট	আমদানি	১.৩৬	২.০৪	৭.১১	৯.১৭	৮.৪২৫
		রপ্তানি	০	০.০৬	০.১৭	০.১৯	০.১৪১
৫	তামাবিল	আমদানি	১৮.৫৬	১৪.৮	১২.৫২	৩১.৬৪	১৫.৭৪
		রপ্তানি	০.০১	০.০১	০.০১	০.০১	০.০০৮
৬	নাকুগাঁও	আমদানি	০.৬৬	০.৮৫	১.৫২	২.৭৬	২.১৩২
		রপ্তানি	০.০১	০.০১	০	০	০
৭	আখাউড়া	আমদানি	০	০	০	০.৯৬	০.১৯৯
		রপ্তানি	২.১	১.৪২	১.৩২	০.৯১	০.৫২৭
৮	বাংলাবান্ধা	আমদানি	১৭.৯৭	১১.৮৬	১৬.৯৩	১৬.৫৫	১৫.৮৮
		রপ্তানি	০.৪৩	১.১৩	১.১২	১.৬৪	০.৮
৯	বিবিরবাজার	আমদানি	০	০	০.০২	০.৪৯	০.০৫৫
		রপ্তানি	১.৭	১.৩৪	১.২৮	০.৯৭	০.৮৪১
১০	সোনামসজিদ	আমদানি	২৩.৭৮	১৩.০৯	৩৩.২৯	২৮.৮১	৩৪.১
		রপ্তানি	০.১৫	০.১৩	০.১৯	০.২	০.২০২
১১	হিলি	আমদানি	১৩.৭৯	১৮.০৬	২১.২৩	১৮.৭৩	১৩
		রপ্তানি	০.৩৭	০.২২	০.২৭	০.১৫	০.০৮৪
১২	টেকনাফ	আমদানি	১.০৪	১.৯৮	০.৭৫	২.৩৩	১.৯৯২
		রপ্তানি	০.০৬	০.০৪	০.০৩	০.১১	০.০৩৫
১৩	বিলোনিয়া	আমদানি	০	০	০	০	১.৯৯২
		রপ্তানি	০	০	০	০	০.০৩৫

১৪	গোবরাকুড়া-কড়ইতলী	আমদানি	০	০	০	০	১.৯৯২
		রপ্তানি	০	০	০	০	০.০৩৫
১৫	শেওলা	আমদানি	০	০	০	০	১.৯৯২
		রপ্তানি	০	০	০	০	০.০৩৫
মোট		**আমদানি**	**২০৩.২**	**১৪১.১**	**১৯১.৪**	**২০০.০৭**	**১৭৮.৬**
		রপ্তানি	**১৩.৪৪**	**১০.৭৭**	**১১.২৩**	**১২.৮৯**	**১২.৭২**

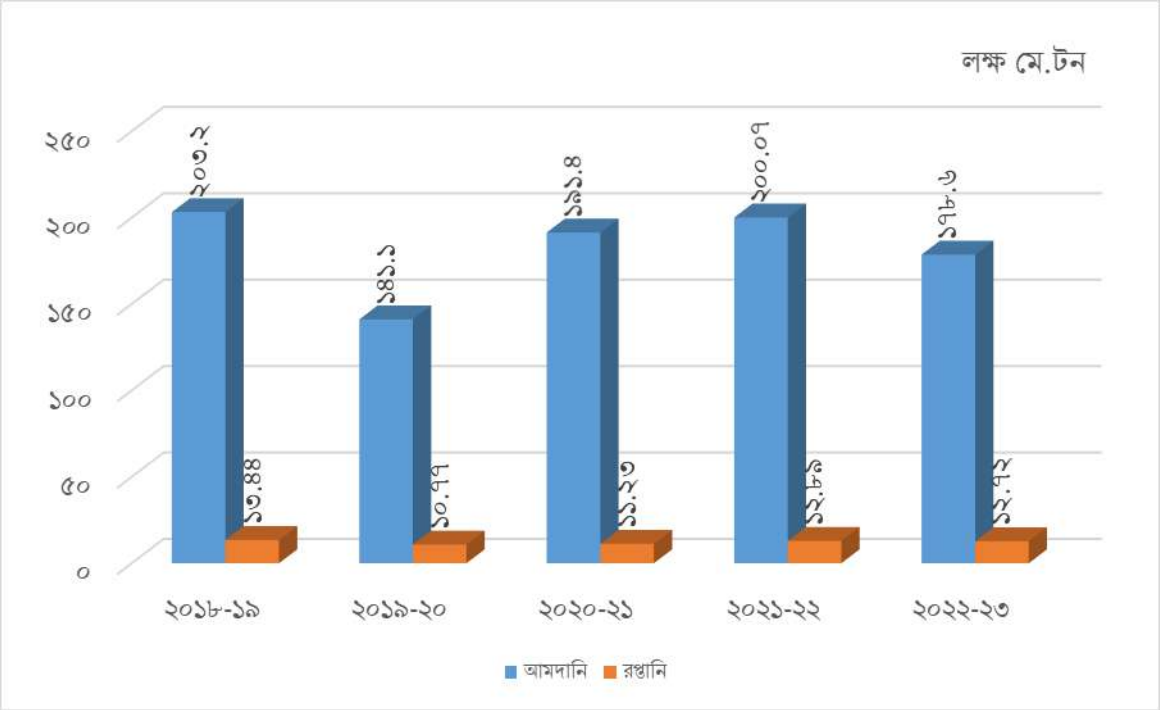

চিত্র: বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মোট আমদানি-রপ্তানির লেখচিত্র

৩.৫) আন্তর্জাতিক যাত্রীসেবা:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) অবকাঠামো সুবিধা নির্মাণপূর্বক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় একটি সেবা প্রদানকারী সংস্থা। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করাই এর লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী, চিকিৎসা ও সেবা প্রত্যাশী যাত্রীগণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সেবা প্রদান করা হয়। কর্তৃপক্ষের আওতায় ঘোষিত স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৪টি। তন্মধ্যে বর্তমানে ১৫টি স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম পুরোদমে চালু রয়েছে। চালুকৃত স্থলবন্দরের মধ্যে সোনাহাট ও গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী ব্যতীত সকল স্থলবন্দরে যাত্রী গমনাগমনের জন্য ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে পাসপোর্টধারী যাত্রীগণ ভারত, নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারে গমনাগমন করে থাকেন।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন স্থলবন্দরসমূহ দিয়ে গমনাগমনকারী যাত্রীদের জন্য নিরাপত্তা, অবস্থান ও টয়লেট, কোভিড পরীক্ষা ও স্ক্রিনিং করার সুবিধা রয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দর ব্যবহারকারী যাত্রীদের বর্ণিত সুবিধাসহ বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য হুইল চেয়ার, ট্রলির ব্যবস্থা, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মায়েদের জন্য Lactation Room এবং ইমিগ্রেশন কাউন্টার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দরে 'EK-pay' (বিকাশ, রকেট, নগদ) এর মাধ্যমে যাত্রী ফি আদায় করা হচ্ছে। বুড়িমারী, নাকুগাঁও ও রামগড় স্থলবন্দরে অনলাইন যাত্রী ফি আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। স্থলবন্দরের মাধ্যমে যাত্রীদের গমনাগমন অধিকতর সুগম করার জন্য বেনাপোল, বুড়িমারী, ভোমরা, আখাউড়া, তামাবিল ও সোনামসজিদ স্থলবন্দরে আধুনিকমানের আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের যাত্রী গমনাগমনের তথ্য:

ক্রমিক	বন্দরের নাম	আগমন	বর্হিগমন	মন্তব্য
১.	বেনাপোল স্থলবন্দর	১০৪৯০০৮	১১১৭১৩০	বন্দরের অভ্যন্তরে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে যাত্রী তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
২.	বুড়িমারী স্থলবন্দর	১২১৫৬০	১৩৬৭৩৬	
৩.	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	৬০	৬৩	
৪.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	২১০১৮	১৮২৮৬	
৫.	ভোমরা স্থলবন্দর	২১৯১২০	২২৯৮৩৮	ইমিগ্রেশন কার্যক্রম বন্দরের বাইরে সম্পন্ন হয় বিধায় যাত্রী সংক্রান্ত তথ্য ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ হতে সংগ্রহ করা হয়।
৬.	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	৮৬১৬	৮৬৬৯	
৭.	হিলি স্থলবন্দর	১২৩৬৪১	১২৮৪৭২	
৮.	আখাউড়া স্থলবন্দর	১৬৯৪২৭	১৭২৭৪৬	
৯.	তামাবিল স্থলবন্দর	৪১১৯৯	৩৮৩৪৩	
১০.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর	২৪১৬৩	২৬২৯৫	
১১.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	৩৫৬৭	৪১৭১	
১২.	শেওলা স্থলবন্দর	৪৮৭	৫৯৬	
১৩.	সোনাহাট স্থলবন্দর	oo	oo	ইমিগ্রেশন কার্যক্রম চালু নেই।
১৪.	গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর	oo	oo	
১৫.	টেকনাফ স্থলবন্দর	oo	oo	রোহিঙ্গা সমস্যার জন্য নভেম্বর-২০১৬ মাস হতে যাত্রী গমনাগমন বন্ধ রয়েছে।
	মোট (জন) =	**১৭৮১৩৭৯**	**১৮৮০৭৪৯**	

চিত্র : আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর

চিত্র : আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর

৪.০) অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:

প্রতিবেশী দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন স্থলবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসাণের আধুনিকীকরণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ০৬ (ছয়) টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে মোট ২৮২৬১.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির পরিমাণ ২৫২৪৬.২৮ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮৯.৩৩%। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহের মধ্যে বাজেট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ২য় অবস্থানে রয়েছে।

৪.১) ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ:

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষমাত্রা (কোটি টাকায়)	অগ্রগতির হার	মন্তব্য
১.	“বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প	১৭.০০	১০০%	চলমান
২.	“বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প	৭.০০	১০০%	চলমান
৩.	“ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প	২৩.০০	৯২.৬৯%	চলমান
৪.	“গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প	৩৩.০০	৯৬.১০%	সমাপ্ত
৫.	“Bangladesh Regional Connectivity Project-1: Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh Land Port and Upgradation of Security system of Benapole Land port” শীর্ষক প্রকল্প	১৪৬.৪১০০	১০০%	চলমান
৬.	“বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গোভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প	৪.৯৫০	১০০%	চলমান

৪.২) ২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ড:

"গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় ৭৫.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আরসিসি ইয়ার্ড, ০২টি ওয়্যারহাউজ, ০৪টি ওয়েব্রীজ স্কেল, টয়লেট কমপ্লেক্স, ড্রেইন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি কর্তৃক ১৭/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের উদ্বোধনী নামফলক স্থাপন করা হয়।	 গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উদ্বোধনের চিত্র
জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া-কামালপুরে ১৫.৮০ একর জমি অধিগ্রহণপূর্বক ৫৯.৩০ কোটি ব্যয়ে ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর নামে একটি আধুনিক স্থলবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে। এর আওতায় আরসিসি ইয়ার্ড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওয়্যারহাউজ, ওয়েব্রীজ স্কেল, টয়লেট কমপ্লেক্স, ড্রেইন, সীমানাপ্রাচীর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই বন্দরটি উদ্বোধন করা হবে।	 ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে ওয়্যার হাউজ নির্মাণের চিত্র
যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন বেনাপোল স্থলবন্দরে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সিসিটিভি স্থাপন কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ কাজের ৭০% সম্পন্ন হয়েছে।	 বেনাপোল স্থলবন্দরে সিসিটিভির চিত্র
বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সিলেট জেলার বিয়ানিবাজার উপজেলার শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। এর আওতায় নিরাপত্তা প্রাচীর, ইয়ার্ড, ব্যারাক ভবন, ডরমেটরি ভবন ও ট্রান্সশিপমেন্ট শেড কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দেশের ১৫ তম বন্দরটি মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি ০৭ জুন ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করেন। বন্দরটি চালুর মধ্য দিয়ে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে নতুন দ্বার উন্মোচিত হলো।	 শেওলা স্থলবন্দরের আবাসিক এলাকার চিত্র

হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার ৪৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাল্লা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড, ড্রেইন, সীমানা প্রাচীর, ডরমেটরী, অফিস ভবন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, পুকুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১৩ একর জমির ওপর নির্মিত দেশের ২৩তম স্থলবন্দরটি শীঘ্রই উদ্বোধন শেষে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু হবে।	 বাল্লা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড নির্মাণের চিত্র
৩২৯.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের সকল প্যাকেজ ইয়ার্ড, সীমানা প্রাচীর, ইলেকট্রিক, ফায়ার ফাইটিং এর কাজ চলমান রয়েছে। প্রায় ৭০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	 বেনাপোল স্থলবন্দরের ইয়ার্ড নির্মাণের চিত্র
ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলাধীন বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। বিলোনিয়া স্থলবন্দরটি ২১/০৫/২০২৩ তারিখে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় ১০ একর জমিতে বিলোনিয়া স্থলবন্দরটি সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৩৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু রয়েছে।	 বিলোনিয়া স্থলবন্দর উদ্বোধনের চিত্র

৪.৩) ২০০১-২০২৩ সাল হতে অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য অর্জন:

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত এক যুগে বাংলাদেশে উন্নয়নে ব্যাপক কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হয়েছে। স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমানে বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী, আখাউড়া, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, বিলোনিয়া, শেওলা, সোনামসজিদ, হিলি, বাংলাবান্ধা, টেকনাফ ও বিবিরবাজারসহ ১৫ টি

স্থলবন্দর পূর্ণাঙ্গভাবে চালু রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

বেনাপোল স্থলবন্দরে ৫১.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ওয়্যারহাউজ, ইয়ার্ড, আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ও বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ভারতীয় আইসিপি'র সাথে সংযোগের লক্ষ্যে চার লেনবিশিষ্ট রাস্তা, আধুনিক ওয়্যারহাউজ, অভ্যন্তরীণ প্রায় সকল পার্কিং ইয়ার্ড টেকসই করে নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া, বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রমের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতিবছর বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে গড়ে ৪৫ হাজার কোটি টাকার আমদানি ও ৮ হাজার কোটি টাকার রপ্তানি বাণিজ্য সম্পাদিত হয়।	 বেনাপোল স্থলবন্দরে ওয়্যারহাউজ নির্মাণের চিত্র
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত 'ভোমরা স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন করে মে, ২০১৩ সালে বন্দরটি চালু করা হয়। বন্দরটি চালুর ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয় বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, প্রায় ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।	 ভোমরা স্থলবন্দর
বুড়িমারী স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ১১.২৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে বন্দরের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় এবং ২০১০ সালে এ বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়। সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ১৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া প্রায় ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।	 বুড়িমারী স্থলবন্দর
আখাউড়া স্থলবন্দরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ১৫.০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে ন্যূনতম অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় এবং ২০১০ সালে এ বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়।	 আখাউড়া স্থলবন্দরে

প্রায় ১৬.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে 'নাকুগাঁও স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নাকুগাঁও স্থলবন্দরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করে বন্দরটিতে ১৮/০৬/২০১৫ তারিখে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়।	 নাকুগাঁও স্থলবন্দর
প্রায় ৭২.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে বন্দরটির ২৭/১০/২০১৭ তারিখে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়।	 তামাবিল স্থলবন্দর
প্রায় ৩৯.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করে বন্দরটি ০৯/০৬/২০১৮ তারিখে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়।	 সোনাহাট স্থলবন্দর
প্রায় ৩১.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার আগারগাঁওয়ের শেরে-বাংলা নগরে 'প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২২ সালের জুন মাসে প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	 প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের চিত্র
বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রমের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতিবছর বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে গড়ে ৪৫ হাজার কোটি টাকার আমদানি ও ৮ হাজার কোটি টাকার রপ্তানি বাণিজ্য সম্পাদিত হয়।	 বেনাপোল স্থলবন্দরের অটোমেশন কার্যক্রম

প্রায় ৭৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে “গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে বন্দরটিতে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।	 গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর
প্রায় ২৬.০০ কোটি টাকা “ বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে বন্দরটি গত ২১ মে ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়।	 বিলোনিয়া স্থলবন্দর উদ্বোধন
প্রায় ৪৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে “বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে।	
প্রায় ৪৮.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে।	 ডরমেটরী ভবন ওয়েব্রীজ স্কেল

উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তি পরবর্তী চিত্রঃ

চিত্র: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল এঁর গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর পরিদর্শন

চিত্র: গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের প্রশাসনিক ভবন

চিত্র: গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের নবনির্মিত শেড

চিত্র: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল এর বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্র: বিলোনিয়া স্থলবন্দরে নবনির্মিত প্রবেশ গেইট

চিত্র: বিলোনিয়া স্থলবন্দরে নির্মিত ওয়েব্রীজ স্কেল

চিত্র: ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দরে নির্মিত ওপেন ইয়ার্ড

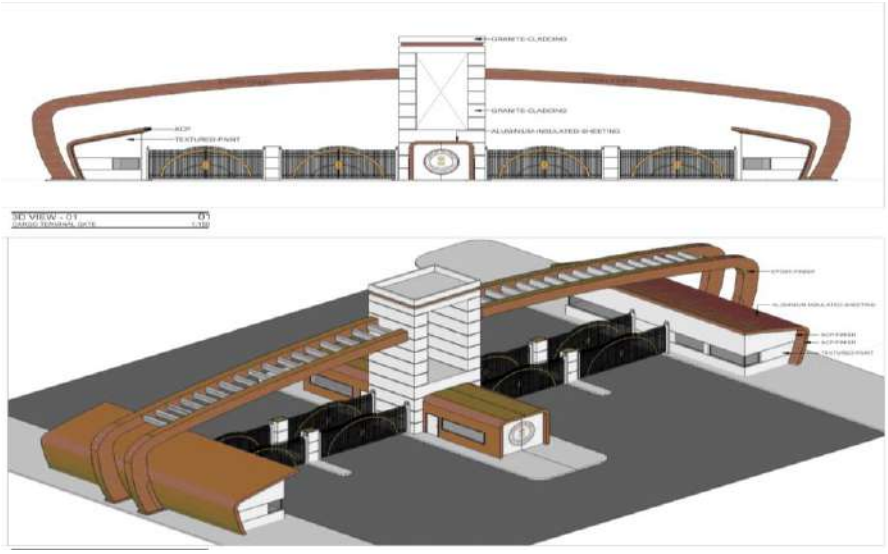

চিত্র: অনুমোদিত ভারত বাংলাদেশ সমন্বিত দ্বিতীয় কার্গো গেইট, বেনাপোল

৪.৩) ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রম :

- বিশ্বব্যাংক (WB) এর আর্থিক সহায়তায় প্রায় ৩০০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোল, ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ।
- এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর আর্থিক সহযোগিতায় ২১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্যাসেঞ্জার টার্মিনালয় ভবন নির্মাণ আখাউড়া ও তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;
- বিশ্বব্যাংকের (WB) অর্থায়নে Bangladesh Regional Connectivity Project-1আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলাধীন দর্শনা স্থলবন্দর ও সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন ।

চিত্র ৩৪: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন রোডম্যাপ

৫.০) বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের বন্দরভিত্তিক আয়ের উপাত্ত নিম্নে সারণিতে দেয়া হ'ল:

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরসমূহের আয়ের উপাত্ত (কোটি টাকায়)

স্থলবন্দরের নাম	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
বেনাপোল	৪৮.৭৩	৮২.৩৭	৮৩.৭৭৬	৮২.৯৭	৭৩.৭৯	৭৩.৯৬৪
বুড়িমারী	৪৬.২৪	৫৭.৩	৪৭.৬৪৫	৬৬.৭৫	৫৫.৪৭	৫২.০৫
আখাউড়া	০.০৫	০.২	০.২৯৭	০.৩৭	০.৯	১.০৫৯৭
ভোমরা	২১.০৪	১৮.৭৪	১৯.৪৯৪	৩১.৭	৩৯.৩৮	৩৯.০১১
নাকুগাঁও	০.১১	০.৬৮	০.৮৬৪	১.৫৯	২.৮৯	২.২৭০২
সোনাহাট	০	৩.৭৩	২.৯৪৮	১০.৩৪	১৪.০৮	১৪.০১৫
তামাবিল	৬.৪৬	১৫.২৬	১২.৪৫৫	২০.৯৪	২৯.৩	২৮.৫২৯
গোবরাকুড়া-কড়ইতলী	০	০	০	০	২৯.৩	১.৩১৫৪
বিলোনিয়া	০	০	০	০	২৯.৩	০.০৪৯৯

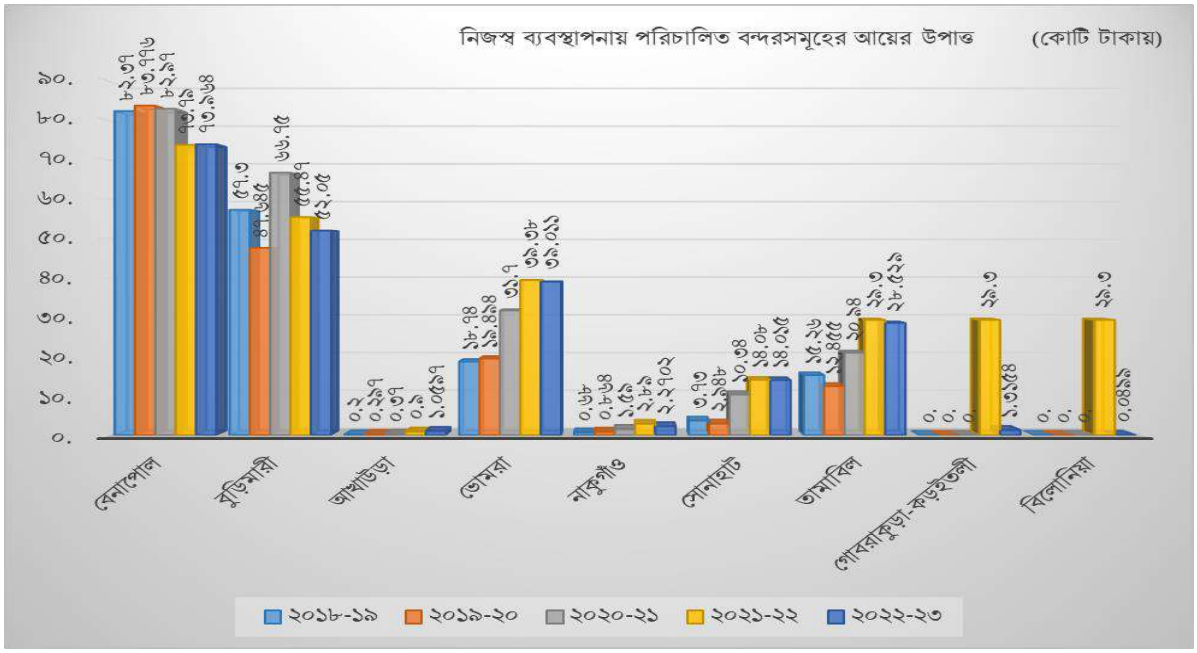

চিত্র: নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরভিত্তিক আয়ের লেখচিত্র

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরসমূহের আয়ের উপাত্ত

(কোটি টাকায়)

স্থলবন্দরের নাম	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
টেকনাফ	৩.৬৮	৬.৫০৮	৩.৫৮	৯.২৩	৭.৬৩
সোনামসজিদ	৩.৪	২.৩৮৫	৮.৪	৯.২২	১০.২৩
হিলি	৬.৯১	৭.৭১৬	৯.১২	৮.৫৬	৬.৬৯
বিবিরবাজার	০.০২	০.০১৭	০.০২	০.০৪	০.০২
বাংলাবান্ধা	৩.১৫	২.৩২৬	৩.৫৫	৩.৬৩	৪.১১
মোট=	১৭.১৭	১৮.৯৫	২৪.৬৭	৩০.৬৮	২৮.৬৯

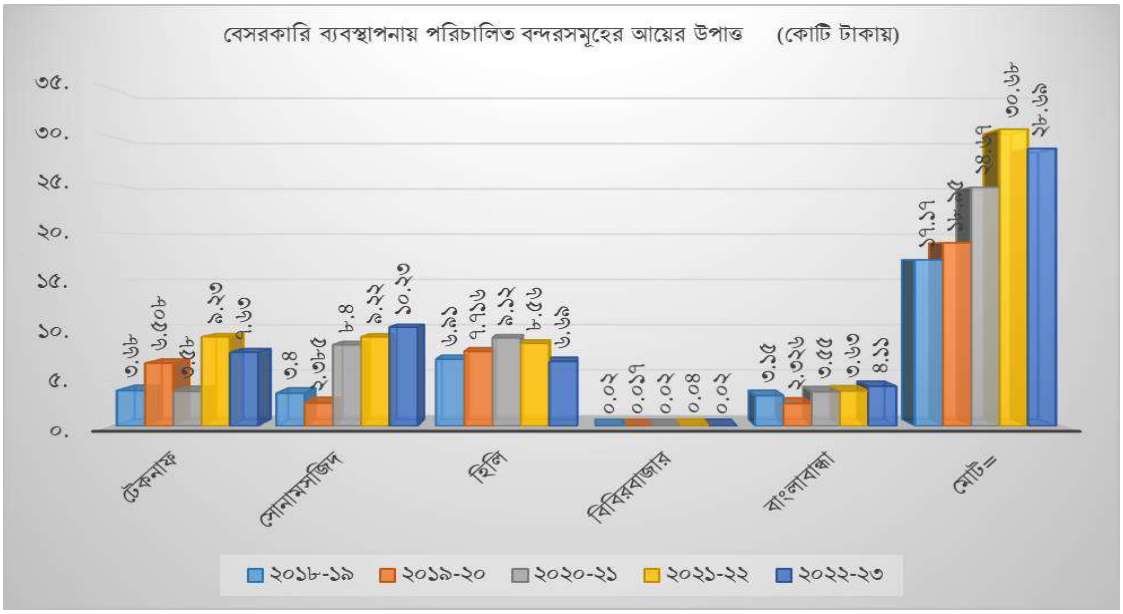

চিত্র: বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরভিত্তিক আয়ের লেখচিত্র

৫.১) বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মোট আয়ের পরিসংখ্যান:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	**২০২২-২০২৩**
আয়	২১০.৯৩	২০৩.৩	২৬৩.৪৮	২৭২.৩২	২৬৮.০৫

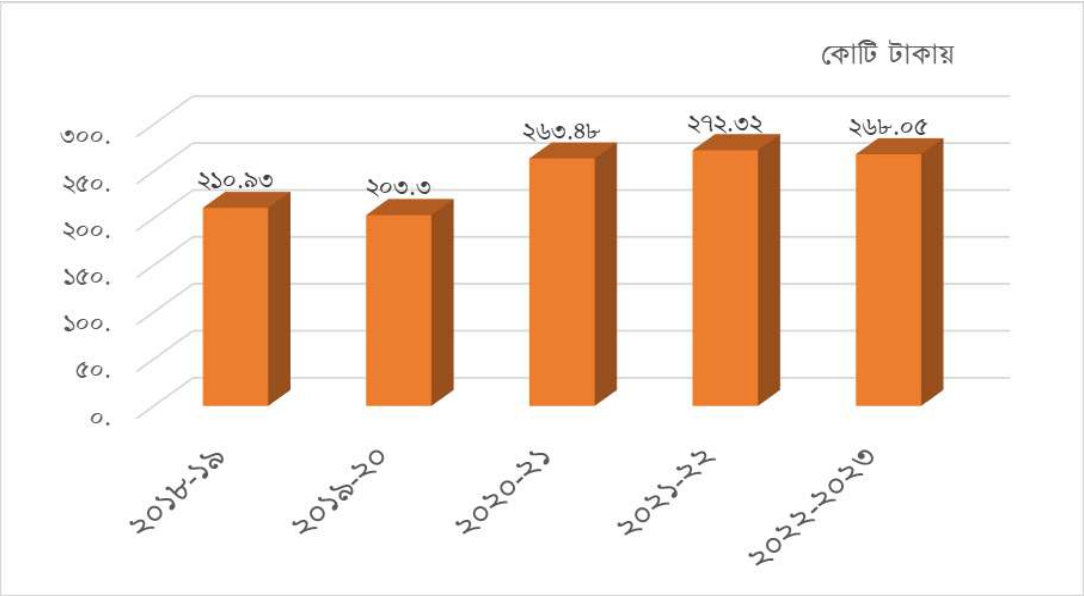

চিত্র: বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাস্থবকের মোট আয়ের লেখচিত্র

২০২১-২০২২ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় হ্রাস পেয়েছে ৪.২৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ১.৫৬% এবং বিগত পাঁচ বছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে (২৬৮.০৫-২১০.৯৩)= ৫৭.১২ কোটি টাকা যা শতকরা হারে ২৭.০৮%।

৫.২) সরকারি কোষাগারে ভ্যাট, আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ :

(কোটি টাকায়)

২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২৩	২০২২-২০২৩
৪৩.৪৪	৪৫.৩৫	৪৬.৯৫	৭৮.৯৫	৮৪.৩১

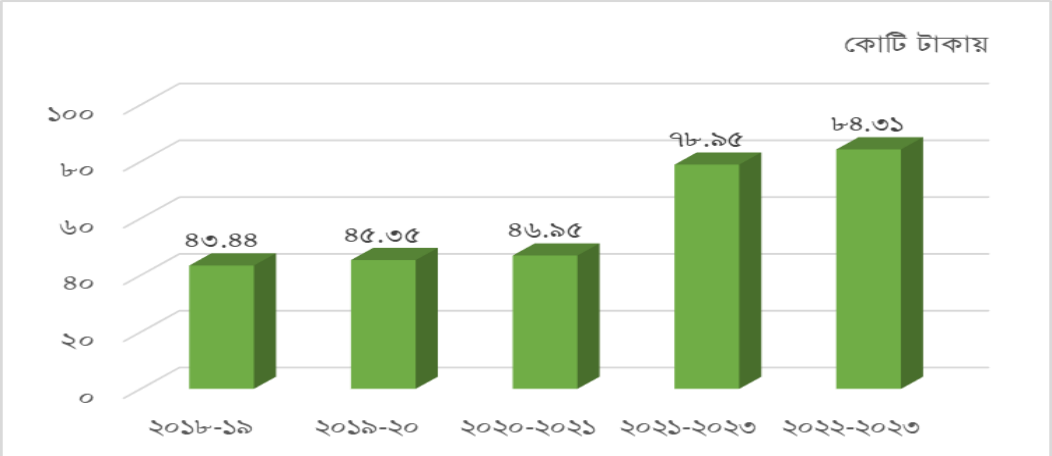

চিত্র: সরকারি কোষাগারে ভ্যাট আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ এর লেখচিত্র

৫.৩) হিসাব সংক্রান্ত পলিসি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হয়:

ক) লেনদেনের রেকর্ড নগদ ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর IAS, BAS, এবং GAAP অনুযায়ী আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক বন্দরের জন্য পৃথক হিসাব বহি রাখা হয় এবং বছর শেষে সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

খ) স্থায়ী সম্পত্তি: জমি ও জমির উন্নয়ন ছাড়া ক্রয়মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত অবচয় বাদ দিয়ে সকল স্থায়ী সম্পদ প্রদর্শন করা হয়।

গ) আয়কর: ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ, ২০১৩ সালের আয়কর আইন, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী আয়কর নির্ণয়, উৎস কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

ঘ) ভ্যাট: ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইন এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন-২০১২ অনুযায়ী ভ্যাট নির্ণয়, উৎস কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

৬.০) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	১৮১ টি	৩৫৪.৬৪	০২	২৮টি	১৪.৮০১৬	১৫৩	৩৩৯.৮৩৮৪
সর্বমোট=		১৮১ টি	৩৫৪.৬৪	০২	২৮টি	১৪.৮০১৬	১৫৩	৩৩৯.৮৩৮৪

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৮১ টি ,জড়িত টাকার পরিমান ৩৫৪.৬৪ কোটি টাকা। ১৮১ টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২৮ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে যার জড়িত টাকার পরিমান ১৪.৮০১৬ কোটি টাকা। পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সরকারী নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে গত জুন' ২০২৩ মাসে কর্তৃপক্ষ বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেন। নিরীক্ষায় মোট ৩৩টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যাতে জড়িত টাকার পরিমাণ ১০৬,৯৫,৬৫,৯৮৯.০০ টাকা। নতুন আপত্তিসহ সংস্থার সর্বমোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৫৩টি এবং জড়িত টাকার পরিমাণ ৩৩৯,৮৩,৮৪,৫৪৯.০০ টাকা।

৬.১) হিসাব নিরীক্ষার অগ্রগতি:

২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষে নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে অডিট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬.২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অগ্রগতি:

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মসূচির আওতায় জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ খ্রি: সময়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাবান্ধা, হিলি ও সোনামসজিদ স্থলবন্দরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৭.০ এক নজরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন বন্দরের কিছু চিত্রঃ

বেনাপোল স্থলবন্দর

বুড়িমারী স্থলবন্দর

ভোমরা স্থলবন্দর

তামাবিল স্থলবন্দর

নাকুগাও স্থলবন্দর

আখাউড়া স্থলবন্দর

সোনাহাট স্থলবন্দর

সোনামসজিদ স্থলবন্দর

হিলি স্থলবন্দর

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর

বিবিরবাজার স্থলবন্দর

টেকনাফ স্থলবন্দর

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা পরিষদঃ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রধান সম্পাদক

জনাব মোহাম্মদ মুসা
যুগ্মসচিব
সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

জনাব ডি এম আতিকুর রহমান
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

সম্পাদনা পর্ষদ

জনাব আক্তার উননেছা শিউলী
জনাব মোঃ হাসান আলী
জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম
জনাব শামীম সোহানা
জনাব আব্দুল ওয়াদুদ মিল্কী